# ননীবালা

(গল্পগ্রন্থ – রূপহলুদ)

ননীবালা মেয়েকে বল্লে, সুপুরি কুড়িয়ে আন তো কালী রায়ের গাছের তলা থেকে!

মেয়ে বল্লো —হ্যাঁ খাণ্ডা পিসি দাঁড়িয়ে আছে, বলেছে এবার সুপুরি কুড়ুতে হলে পয়সা দিয়ে যেও। সুপুরি এমনি পাওয়া যায় না বাজারে।

ননীবালা এ গাঁয়েরই মেয়ে, তার রাগ হয়ে গেল খুব। কালী রায়ের বুড়ী দিদিকে ঘাটের পথে পেয়ে খুব করে শুনিয়ে দিলে।

বুড়ী বল্লে—তুমি ভাই অনর্থক তিলকে তাল কোরো না।সুপুরি কুড়তে এসেছিল সেদিন, সর্বদা কুড়ুতে আসে, তাই বল্লাম আমাদেরও তো দরকার আছে, কেন আস রোজ রোজ ?

—সর্বদা কুড়ুতে যাবার দায় পড়েছে!

—রোজ আসে, আমি বলছি। তুমি ভাই জানো না।

—কে বলে রোজ যায় ?

—আমি জানি। রোজ দেখি যেতে।

—আচ্ছা বেশ। এবার যায় যদি, পয়সা নিয়ে যাবে।

কালী রায়ের দিদি পাড়ায় পাড়ায় বলে বেড়াতে লাগলো—বড্ড গোমর হয়েছে ঐ ননীর! পয়সা দেখাতে আসে আমার কাছে! এমনি আদ্ধেক দিন হাঁড়ি চড়ে না, আবার পয়সার গোমর! ঝি-গিরি করে তো চালাচ্ছিস্—পয়সা দেখাতে লজ্জা করে না?

ননীর মেয়ের নাম নালু, ভালো নাম সরবালা। নালু এর গাছের লিচু, ওর গাছের কুমড়োর জালি, শসার জালি চুরি করে আনে। পাড়ার কারো গাছে এঁচোড় আর পাকবার জো নেই নালুর জন্যে।

ননী কিন্তু তা জানে না। খিদের জ্বালায় সরবালা যা চুরি করে, রাস্তাতেই তা খেয়ে ফেলে। বিকেলে কি ভীষণ খিদে পায়, কে দেয় একগাল চালভাজা? রায়েদের গাছে কি মাদার পেকে আছে! পাকা যেমনি, বড়ও তেমনি। ঠেলে উঠলো গাছে। রায়-ঠাকুরমা দেখে বল্লে— ওমা, গেছো মেয়েছেলে কখনো দেখিনি! তুই এমন গেছো হলি কবে? নাম নাম—

—দুটো মাদার পাড়চি ঠাক্‌মা—

—খেলেই জ্বর! কেন ওসব ছাই খাবি?

কেন সে খাবে সে-ই জানে। মা ও-পাড়ার দামারি কাকার বাড়ি গোয়াল পরিষ্কার করে ও বিচালি কেটে জল তুলে আটটা গরুকে জাব দেয়। এসব করতে সন্ধ্যে।সন্ধ্যের পর মা বাড়ি এসে ভাত রান্না করবে, তবে খেতে দেবে। পেট যে এখুনি জ্বলবে, তার কি? কি খাবে সে, ভেবে পায় না।শুধু সে নয়, পল্টু, হাবু, নন্তু, ননকু, রেপু, নেপু সবাই আসে।

ওদেরও বাড়িতে ওই অবস্থা। দুপুরে ভাত খাও, তারপর বিকেলে হাজার খিদে পাক না কেন, খাবার নেই। তবে সে একটু আসে ঘন ঘন। তার মা বাড়িতেই থাকে না যে। সে কি করবে? ওরা চাইলে পায়, তার তো চাইবার লোকই নেই। অথচ খিদে—কি ভীষণ খিদে! পেটের মধ্যে কেমন যেন কামড়ায় খিদের জ্বালায়।

রাত্রে নালুর জ্বর হল।

ননী পড়ে গেল মুশকিলে। মেয়ের গা দেখলে পুড়ে যাচ্ছে। কি খেতে দেবে, রুগীর পথ্যি, কি আছে ঘরে? ডাক্তারই বা কোথায়? এক আছে সুরেন ডাক্তার, দু' টাকার কম এ রাত্রেআসবে না। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে দেখে বল্লে—যেমন তুমি তেমনি হয়েছে আমার অবস্থা। কি যে করি—

রাত্রে বড্ড জ্বরটা বাড়তে সে চেঁচিয়ে ডাক দিলে প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রীকে—ও জ্যাঠাইমা—জ্যাঠাইমা—ইদিকে একবার আসুন, খুকীর বড্ড জ্বর—

প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন ঘুম থেকে। অনেক রাত। দেখে বল্লেন—তাই তো, বড্ড জ্বরটা বেড়েছে। কুইলেনের বড়ি আছে আমার কাছে। কাল সকালে খাইয়ে দিও—

—দেখুন তো জ্যাঠাইমা, গরিবের ঘরে কি কাণ্ড—

—তাই তো বাপু! সবই অদেষ্ট তোমার। তোমার বাবা ভালো দেখেই বিয়ে দিয়েছিলেন। দোজবরে তাই কি? দিব্যি চেহারা। কলকাতায় বাসা। ইন্‌জিনিয়ার লোক। দু'পয়সা আয় ছিলো, সইলো না তো কি হবে! অল্প বয়সে কপাল পুড়লো।

—সে তো একশোবার জ্যাঠাইমা। নইলে খুকীকে আজ দুটো পেটভরে ভাত দিতে পারি না ! এ কি কম দুঃখু! পরের বাড়ি দাসীবৃত্তি, তাতে আমার এ গাঁয়ে অপমান নেই, এ গাঁয়ের মেয়ে যখন আমি। বলুন—ঠিক কি না?

—সে কথা তো বটেই মা। তার আর কি হবে বলো।সবই অদেষ্ট। আমি গিয়ে কুইলেনের বড়ি নিয়ে আসচি—

—এখন দরকার নেই জ্যাঠাইমা, কাল সকালে পাঠাবেন।

—মা, রাতটা আজ এখানেই থাকবো?

—না জ্যাঠাইমা। আমি বেশ থাকবো এখন। আপনি মায়ের মত, তাই কথাটা বল্লেন। এ গাঁয়ে ও কথাও কেউ বলবে না।

ননীবালা সত্যিই পরের বাড়ি ঝি-গিরি করে মাসে পাঁচ টাকা আর একবেলা ভাত পায় এক থালা। ভাত সে বাড়ি নিয়ে আসে। যে বাড়িতে কাজ করে, তারা ভাত দিতে কৃপণতা করে না, বড় বড় ধানের গোলা তাদের বাড়িতে পাঁচ-সাতটা, বাগান, পুকুর, জমিজমা সব আছে।মা আর মেয়ে সেই এক থালা ভাত খায়।

ননীবালার বিয়ে হয়েছিল কলকাতার এক বড় ইন্‌জিনিয়ারের সঙ্গে। দোজবরে পাত্র হলে কি হবে, বেশ ছিলেন তিনি দেখতে শুনতে। বয়েসটা একটু বেশী ছিল, ননীবালা গিয়ে দেখেছিল তার বয়সের দুটি সৎমেয়ে আছে তার। সৎমেয়ে দুটি কোথায় থেকে পড়তো, বাড়িতে আসতো খুব কম। মাত্র দু'বছর স্বামীর সঙ্গে সে চেতলার বাসায় কাটিয়েছিল পরম সুখে, এর মধ্যে বারকয়েক দেখা হয়েছিল সৎমেয়ে দুটির সঙ্গে।

বড় মেয়েটির বিয়ের সব ঠিকঠাক। সে সময়েই স্বামীর অসুখ করলো।বিয়েও হল, মাসখানেকের মধ্যেই স্বামী মারা গেলেন। তারপর বড় মেয়ের স্বামী ছোট মেয়েটিকেও নিয়ে গেল সুদূর পশ্চিমে তার কর্মস্থলে।

সৎশাশুড়ি একা বাসায়। ননীকে কেউ বল্লেও না সে কি করবে, কোথায় যাবে, কি খাবে। সরবালা তখন এক বছরের শিশু।

দরজায় এসে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছে, বড় সৎ মেয়ে সুললিতা তার ছোট বোন সীমাকে নিয়ে উঠছে মোটরে স্বামীর সঙ্গে। ননীবালা দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে।

সুললিতা কাছে এসে দাঁড়ালো।ননীর প্রায় সমবয়সী তার এই সৎমেয়েটি, বরং কিছু বড়। সীমাই ননীর সমবয়সী। সুললিতার পরনে দামী ভয়েলের শাড়ি, হাতে পুঁতির মালা দিয়ে তৈরি ভ্যানিটি ব্যাগ।

ননীবালা বল্লে—এসো মা, সাবধানে থেকো। চিঠিপত্তর দিও।

ননীবালা পাড়াগাঁয়ের লাজুক মেয়ে, নিজের কথা কিছু বলতে জানে না। সুললিতা বলেছিল একদিন তার স্বামীকে—ওর অভাব কি, বাবা সর্বস্ব ওর পেটে ঢুকিয়ে রেখে গিয়েছেন।

ননীবালার পেঁটরাতে নগদ বাইশ টাকা আছে। ঐ তার শেষ সম্বল। ভগবান জানেন।

ননীবালার গহনাগুলো সৎমেয়ে দুটি চেয়ে নিয়েছিল বিয়ের সময়। বিশেষ করে সুললিতা। ওগুলো নাকি তার নিজের মায়ের গায়ের আদরের গয়না। ন্যায্যমত নাকি ওরই প্রাপ্য।

সুললিতা বেশী কিছু না বলেই বিদায় নিলে।

জামাই এসে প্রণাম করলে। এই লোকটিই প্রথম তার সঙ্গে কথা বল্লে যাবার সময়।

—মা, তাহলে আসি।

—এসো বাবা। চিঠি দিও।

—আপনি সাবধানে থাকবেন কিন্তু। একা রইলেন এখানে। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে।

—তা তো বটেই।

—চিঠি দেবেন—

—তোমরা আগে দিও।

পেছন থেকে সুললিতা বলে উঠলো—ওগো, দেরি কোরো না। সাড়ে দশটা বাজে।

ননীবালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকে মেয়েকে কোলে তুলে নিলে। বল্লে—খুকী, ওরা চলে গেল। আমাদের ফেলে রেখে চলে গেল। কার কাছে ফেলে রেখে চলে গেল রে! দেওয়ালে স্বামীর ফটোখানার দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটি বেয়ে ঝরঝর করে জল পড়লো।

এর মাস দুই পরে মেয়েকে নিয়ে ননী বাপের বাড়ি চলে এসেছিলো এবং সেই থেকেই এখানে আছে।

আজ দশ বছর আগেকার কথা এসব।

সৎমেয়েরা কোনো চিঠিপত্র দেয়নি, কোনো খোঁজখবরও নেয় নি।

সরবালা সেরে উঠলো না। সেই থেকে রোজ সন্ধ্যার সময় একটু একটু জ্বর হয়। না আছে ওষুধ, না আছে পথ্যি।

ননী যখন পরের বাড়ি কাজ করতে যায়, তখন সরবালা একাই বাড়িতে বিছানায় শুয়ে থাকে। কোনোদিন জ্বর আসে, কোনদিন আসে না। যেদিন ভালো থাকে, সেদিন কামার-বাড়ির হর আর মতি তার সঙ্গে কড়ি খেলতে আসে।যেদিন জ্বর আসে, কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। একাই শুয়ে থাকে।

ননী কিন্তু খুব শক্ত মেয়েমানুষ। কিছুতেই সে দমে না। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে বেটে কাটে রোজ। আগে বেটে কাটতে জানতো না, ক্রমে শিখে ফেললে। এক পোয়া থেকে দেড় পোয়া দড়ি কাটতো প্রথম প্রথম, ক্রমে এক সের পর্যন্ত কাটতে লাগলো।রাত দশটার মধ্যে এক সের দড়ি বেশ সরু করে কাটতে পারে। প্রকাশ গাঙ্গুলীর স্ত্রী একদিন এসে বল্লে, বেটে কাটছো মা? বেশ বেশ!

—শিখিচি জ্যাঠাইমা। কিছু আয় করা তো চাই।

—কোথায় শিখলি ?

—বাড়িতে। কে আবার শেখাবে! সন্নিসি কাকা বুড়ো বয়সে বেটে কাটতো।তার কাটা দেখেছিলাম অনেক দিন আগে। সেই থেকে শিখেছি।

সরবালার পা ফুললো, মুখ ফুললো। পুরনো ঘুষঘুষে জ্বর। বল্লে—এর একটা ব্যবস্থা কর, নইলে খারাপের দিকে যাবে।

ননী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে একদিন অন্তর যেতে লাগলো।ডাক্তার সাহেবকে বুঝিয়ে বল্লে মেয়ের রোগের ইতিহাস।

মাস দুই ধরে একদিন অন্তর কামাই করবার ফলে চাকুরি গেল ননীর। এক থালা ভাত আসে না, টাকা ক'টা গেল। এমন হল—খাওয়া জোটে না। সরবালা সেরে উঠেছে একটু, কিন্তু খাবার অভাবে শুধু কাঁচা পেয়ারা খায় হিমি ঠাকরুনের পেয়ারাতলায় বসে বসে।

এর ওপর এক নতুন বিপদ বাধলো।

যাদের বাড়িতে ননী ঝি-গিরি করতো, কাজ ছেড়ে দেওয়ার জন্যে তারা খুব চটে গেল। তাদের হাতে গ্রামের কনট্রোলের দোকানের কাপড় দেওয়ার ভার। তিন মাসের মধ্যে একখানা গামছাও তারা দিলে না ননীবালাকে।কত অনুনয় করেও তাদের মন গলানো গেল না। বাইরে বেরুনো যায় না আর কাপড়ের অভাবে।তালির ওপর তালি লাগিয়ে যতদিন চালানো যায় চললো, আর চলে না এমন অবস্থায় এসে পৌঁছুলো।

বিকেল বেলা ননী মেয়েকে বল্লে,—হ্যাঁ রে, বেটের দড়ি কাটতে বসবি?

—সন্ধ্যের সময় বসবো মা।

—তেল নেই, অন্ধকারে হবে না। এখন বোস। তবু আনা চারেক পয়সা হবে সকালবেলা।

—মা, একটা কথা শুনবে? আমি ঢ্যাঁপের বীচি আনবো মাদ্‌লার বিল থেকে। তুমি ঢ্যাঁপের খই করতে জানো?

—খুব জানি। তুই আনতে পারবি? কার সঙ্গে যাবি সেখানে? বিলের জলে কেউটে সাপের আড্ডা।

—বাগ্‌দি-বৌ যাবে আর আমি যাবো। বাগ্‌দি-বৌ বলছিল, ঢ্যাঁপের খই খেলে এক বেলা কেটে যাবে। রাত্রে আমরা ঢ্যাঁপের খই খাবো।

ননীর মুখে দুঃখের হাসি দেখা দিল। তার আদরের মেয়ে আজ দুলে-বাগ্‌দিদের মেয়ের মত ঢ্যাঁপের খই খেয়ে রাত কাটানো খুশির ব্যাপার বলে মনে করছে।

মেয়েকে বল্লে,—নালু,—কাউকে বলিসনে যে ঢ্যাঁপ তুলতে যাবি! এ গাঁয়ে আবার ইদিকে নেই, ওদিকে আছে কিনা!

সরবালা চলে গেল বাগ্‌দি-বৌ নীলার সঙ্গে।

ননী বল্লে,—ও নীলি, দেখিস্ দিদি, নালু যেন বেশী জলে যায় না। পদ্ম গাছে বড্ড সাপ থাকে।

সরবালার মন খুশিতে ভরে উঠলো। মাদ্‌লার মস্ত বড় বিল পদ্ম আর নাল ফুলের বনে ভরে আছে। নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে বিলের ওপর। যদিও বর্ষাকাল, আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার।শরতের আমেজ আছে রোদ্দুরের গায়ে।

বিলের ধারে নল-খাগড়ার ঝোপে তিত্‌পল্লার ফুল ফুটেছে। বাগদি-বৌ বল্লে—নালু, করমচা খাবে মা? আয় এই ঝোপে কত করমচা আছে—

—খাবো খাবো।তবে নীলি একটা কথা, মাকে কিন্তু বল্লে খাবো না। করমচা খাওয়ার কথা শুনলে মা বকবে। জ্বর হচ্ছিল কিছুদিন আগে।

—তবে খেও না মা।থাক গে।

—না খাবো।তুই তবে বল্লি কেন? আমি ঠিক খাবো—

এক মুঠো ডাঁশা করমচা চিবোত চিবোতে নালু ও নীলি নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো। নালু তো অবাক। কত বড় বিলটা! কত পদ্ম ফুটে আছে! ওপারে ওরা কি করছে? মাছ ধরছে? কি মাছ? কই, মাগুর?

নালু ডাক দিয়ে বল্লে,—কি দর, ও জেলে কাকা?

—মাছ নেবা খুকী ?

—দর বলো না।

—বাছা বাছা বিলির কই, তিন টাকা সের। আর মাগুর মাছ সাড়ে তিন টাকা।

দাম শুনে কিনবার বাসনা উবে গেল সরবালার। বাপ রে, মাসে মা মোটে পাঁচ টাকা মাইনে পেত, আমি কিনবো তিন টাকা সেরে মাছ! সে পাঁচ টাকাও আজকাল আর পায় না!

হঠাৎ বাগ্‌দি-বৌ বল্লে—নালু মা, মাছ ধরবো?

—তুমি?

—তুমি আর আমি। একজনের কাপড় খুলতে হবে—তুই ছেলেমানুষ, কাপড় খুলে ফেল।

—যাঃ!

—কে দেখছে? কোন লোক নেই এ দিগরে। বিল আর মাঠ।

নালুর কাপড় খুলে দিয়ে বাগ্‌দি-বৌ ওকে জলে নামালে। ছাঁকা দিয়ে দুজনে মাছ ধরতে লাগলো, পদ্ম গাছের তলায় আর শেওলার দামের মধ্যে। বৃথা পরিশ্রম। আধ ঘণ্টা জলকাদা মাখাই সার হল। সন্ধ্যা হবার দেরি নেই, বকের দল ছায়াভরা নীল আকাশের গা বেয়ে পাল্লার বড় বিলের দিকে চলেছে। বিলের উত্তর পাড়ে বন-জাম গাছের ডালে ডালে কালো বাদুড় ঝুলছে। ঘুংরি পোকা ঘুর্‌-র্‌-র্‌ শব্দ করে ডাক শুরু করে দিয়েছে ঘাসের বনে।

নালু বল্লে, চল নীলি। মা বকবে—এমন সময় তার পায়ের তলায় পদ্মবনের মধ্যে কি একটা জিনিস পিছলে গেল, সেটাকে পা দিয়ে চেপে ধরেছিল অন্যমনস্ক হয়ে।

চক্ষের পলকে নালু চেঁচিয়ে উঠল,—সাপ! সাপ!—আমাকে খেয়ে ফেল্লে! ওমা—ওমা—উঁহু—উ—হু

নীলি লাফিয়ে এল ওর কাছে—ভয় কি? কোথায় সাপ?

—আমাকে একেবারে খেয়ে ফেলেছে—ও নীলি—আমি মরে গেলাম—মাকে বোলো—পা দিয়ে চেপে ধরিছি—উঁহুহু—

নীলি জলে ডুব দিয়ে তার নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে নালুর পায়ের তলা দেখতে গেল এবং পরক্ষণেই প্রায় আধসের-আড়াইপোয়া ওজনের মস্ত একটা মাগুর হাতে তুলে ভেসে উঠলো, হাঁফাতে হাঁফাতে হাসিমুখে বল্লে—এই দেখো তোমার সাপ—মাগুর মাছে কাঁটা হেনেছে। আর ও ভাবছে সাপে খেয়ে ফেল্লে—সাপ অত সোজা নয়—

—দেখি, দেখি। ওঃ, এ যে মস্ত বড় মাগুর—

নালু পা দিয়ে কাদার মধ্যে সেটাকে চেপে ধরাতে মাছটা উপরি উপরি কাঁটা হেনেছে। পা টনটন করছে ওর। মাছটা ডাঙায় তুলে এনে ওর সব যন্ত্রণা সেরে গেল। ওরা অন্ধকার বাঁশবনের আমবনের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরলো।

নীলি বল্লে,—মাছটা তুমিই নেও সবটা নালু। তোমাকে কাঁটা হেনেছে,—আর তুমিই পা দিয়ে চেপে ধরলে—

—না নীলি। তোমার আদ্ধেক আমার আদ্ধেক। এসো আমার সঙ্গে—

অন্ধকার উঠোনে পা দিয়েই নালু চেঁচিয়ে উঠলো—মাগো—কি এনেছি মা, মস্ত এক মাগুর মাছ—তার পরেই সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। কে একজন চমৎকার মেয়েমানুষ সেজেগুজে ওদের ঘরের ছোট্ট বারান্দাতে বসে মায়ের সঙ্গে কথা বলছে। ওর মা বল্লে,—এদিকে এসো।দিদি এসেছেন, প্রণাম করো। তোমার মেজদিদি—

নীলি পেছন থেকে জিগ্যেস করলে—কে উনি দিদি?

ননীবালা গর্বের সুরে বল্লে,—আমার মেজ মেয়ে সীমা। তিনটে পাস। কলকাতার মেয়ে-ইস্কুলে কাজ করে। সোনার টুকরো মেয়ে। নালুকে নিতে এসেছে। বলছে, মা, আমার কাছে দাও, আমি নিয়ে গিয়ে ওকে লেখাপড়া শেখাবো। ছোট বোনটাকে এভাবে গাঁয়ে ফেলে রাখতে দেবো না। তা আমি বলছি—তোমাদের জিনিস তোমরা নিয়ে যাবে, আমার বলবার কি আছে! তোমরাই তো ওর অভিভাবক, আমি কি বুঝি, মুখ্যু মা তোমাদের—

সীমা উঠে এসে নালুকে জড়িয়ে ধরলে দু'হাত দিয়ে।

ওর মা বল্লে—তোমার কাপড়ে কাদা লাগবে, বোসো মা সীমা, আমি আগে ওকে ধুইয়ে মুছিয়ে দিই—

সীমা বল্লে,—আমি দিচ্ছি। কেন, ও কি আমার বোন নয় ? কি চমৎকার দেখতে হয়েছে খুকী! নাম কি বিচ্ছিরি রেখেছো মা—সরবালা! সরবালা আবার কি? আমি নাম রাখবো শকুন্তলা, কি সুন্দর চোখ দুটি। এক বছরের ছোট্ট খুকী দেখেছিলাম—

সত্যি, আজ কি অদ্ভুত সকালটা হয়েছিল। কার মুখ দেখে উঠেছিল ননী তাই ভাবছে। বিকেলে সে পুকুর থেকে কাপড় কেচে এসেছে সবে, এমন সময় একখানি ঘোড়ারগাড়ি এসে ওর দরজার সামনে দাঁড়ালো।বেলা তখন আর নেই। ননী একদম চিনতে পারেনি। দশ বছর পরে সে দেখলে সীমাকে। উনিশ বছরের সীমার বয়েস আজ উনত্রিশ। চোখে আবার সোনা—বাঁধানো চশমা।

সীমা রাতে কত কথা বল্লে। সুললিতা দিদি মজঃফরপুরে থাকে তার স্বামীর কর্মস্থলে। সীমা কলকাতার বোর্ডিংয়ে থেকে পড়েছে। বাবার ব্যাঙ্কে টাকা ছিল, ডাকঘরে টাকা ছিল, সব নিয়েছে বড়দি আর তার স্বামী। সীমা জানতে পেরে বলেছিল, তোমরা গরিব মাকে ফাঁকি দিলে—তার কি আছে? তিনি তাঁর ছোট্ট মেয়েটাকে কি করে মানুষ করবেন? সুললিতা নাকি বলেছিল—যা যা, বড্ড যুধিষ্ঠির তুমি! সত্য গেঁয়ো মেয়ে না হলে সেই আমাদের সব গপ্‌পায় পুরতো কি না? সৎমা, সৎবোন কখনো আপন হয় না।

সীমাকে খেতে দিয়ে ননী বল্লে,—কিছু খেতে দেবার ছিল না। ভাগ্যিস মাগুর মাছটা এনেছিল নালু বিল থেকে ধরে! বুঝলি নালু, তোর মাছ ধরা সাত্যোক হল।

সীমা পরদিন বিকেলে সরবালাকে নিয়ে নৌকোয় উঠলো।যাবার সময়ে বল্লে,—মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো। বাসা ঠিক করি আগে। বাসাটা ছোট। শকুন্তলার জন্যে (এর মধ্যেই সে নালুর নতুন নাম দিয়ে ফেলেছে) ভেবো না।ওকে গিয়েই ইস্কুলে ভর্তি করে দেবো।জন্মাষ্টমীর ছুটিতে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবো একবার। ও যে আমার বাবার মেয়ে তা আমি কি ভুলতে পারি মা? পুজোর পর তোমাকেও যেতে হবে। রান্নার ডিপার্টমেন্ট তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমরা দুই বোন লেখাপড়া নিয়ে থাকবো—কি বলিস্ শকুন্তলা?